বিষয়বস্তুঃ ইসলামী আচার-ব্যবহার

যুল ক'দাহ মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৫ যুল ক'দাহ ১৪৪৪ হিজরী, ২৬ মে ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৯৬

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اَلْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

ঈমানদার ভাই সকল ! আজ যুল ক'দাহ মাসের ৫ তারিখ, প্রথম জুমুআ। আজ আমাদের বিষয়বস্তু হল, ইসলামী আচার-ব্যবহার। আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের সূরা আল-ইমরানের ৮৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اَلْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করবে, তার পক্ষ থেকে সেটা কখনও কবূল করা হবে না। পক্ষান্তরে সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" এ আয়াত দ্বারা

আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার অবলম্বন করবে, তা কখনই কবূল করা হবে না।

মুহতারম ! আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্মীয় আচার-ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ ? আজ আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে বহু জাতি বাস করে। প্রত্যেক জাতির ধর্মীয় আচার-ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহ তায়ালা চাইলে সকলকে এক জাতি হিসাবে পৃথিবীতে পাঠাতে পারতেন এবং সকলকে একই আচার-ব্যবহার ও একই রীতিনীতি দিতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি। এর পিছনে কারণ কী ?

জেনে রাখা দরকার, এর পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য লুকিয়ে আছে। সেটা হল, এই ভিন্নতা ও বিচিত্রতার মাধ্যমে মহান রব্বুল আলামীন নিজের বান্দাদেরকে পরীক্ষা নিতে চান যে, কারা তাঁর রীতিনীতিকে মেনে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে চায়, আর কারা অস্বীকার করে। এ

বিষয়ে আমরা কুরআন করীমের সূরা মাইদার ৪৮ নম্বর আয়াতটি লক্ষ্য করিঃ

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا ءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ

"যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন। কিন্তু তিনি এরূপ করেন নি। যাতে করে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, তোমরা দ্রুত কল্যাণকর বিষয়গুলি অর্জন কর।"

এ আয়াত দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহান রব্বুল আলামীন বান্দাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এর মানে এটা নয় যে, সমস্ত রীতিনীতি অনুসরণ যোগ্য। বরং এর মধ্য থেকে সেই রীতিনীতিগুলি অনুসরণ যোগ্য, যেগুলি তিনি নিজের নবীর মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে একটি আয়াত লক্ষ্য করুনঃ সূরা হাশরের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

مَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"রসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন, তা গ্রহণ কর। আর তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক।"

মনে রাখা দরকার, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু নামায, রোযা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে আসেন নি। বরং তিনি একজন মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যাবতীয় বিধি-বিধান ও আচার-ব্যবহারের শিক্ষাও দিয়ে গেছেন।

সুধী বন্ধুগণ ! আজ আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা দেওয়া এমন কিছু মানবিক আচার-ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলি সাধারণত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবসময় প্রয়োজন পড়ে। শুধুতাই নয়, বরং সেগুলি একজন মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের হক বা অধিকার বলে গণ্য করা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, আমরা এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস লক্ষ্য করতে পারি, যার মধ্যে একত্রে ৬টি বিষয়ের

উল্লেখ আছে। সহীহ মুসলিমের ৫৫৪৪ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "এক মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর ৬ টি হক আছে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল ! সেগুলো কী কী ? তিনি বললেনঃ সেগুলো হল, (১) তোমার সঙ্গে যখন কারোর সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে সালাম করবে, (২) তোমাকে কেউ দা'ওয়াত করলে তা কবূল করবে, (৩) তোমার নিকট কেউ ভাল উপদেশ চাইলে, তাকে সুপরামর্শ ও ভাল উপদেশ দিবে, (৪) যখন কেউ হাঁচির পরে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে, তখন তুমি তার জওয়াবে 'ইয়ার্‌হামুকাল্লাহ' বলে দুআ দিবে, (৫) কেউ অসুস্থ হলে, তার কুশল বিনিময় করতে যাবে এবং প্রয়োজনে তাকে সেবা-শুশ্রূষা করবে, (৬) কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হবে।"

মনে রাখবেন, আদর্শ সমাজ গঠনে এই ৬টি আচার-ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে এ হাদীসের মধ্যে একত্রে শুধুমাত্র এই ৬টি হকের কথা উল্লেখ করা

হয়েছে। এ ছাড়া আরও কিছু আচার-ব্যবহার আছে, যেগুলি অন্য হাদীসের মধ্যে বর্ণিত আছে। সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে না। আজ আমরা এর মধ্য থেকে কয়েকটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

(১) শুভেচ্ছা বিনিময়ের আচার-ব্যবহারঃ

প্রথমে আমরা জানব যে, আমাদের একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সময় শুভেচ্ছা বিনিময় সম্পর্কে ইসলাম কী শিক্ষা দিয়েছে ? মনে রাখবেন, ইসলাম ধর্মে একজন মুসলিম ভায়ের অপরজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে একে অপরকে সালাম দ্বারা শুভেচ্ছা বিনিময় করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি বলবেঃ السلام عليكم ورحمة الله আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তার জওয়াবে বলবেঃ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

কিন্তু আমরা কি জানি, এই সালামের অর্থ কী ? এবং এর গুরুত্ব কতটা ? জেনে রাখা দরকার, সালামের প্রথম বাক্যের মানে হল, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং

আল্লাহর রহমত। আর দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হল, তোমার উপরেও শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত।

এটাই হল, ইসলাম ধর্মে শুভেচ্ছা বিনিময়ের বাক্য। পৃথিবীতে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য এর চেয়ে সুন্দর বাক্য আর কিছুই হতে পারে না। আর এই সালাম এমনই বাক্য যা মুসলিম মাত্র সকলকে সর্বদায় বিনিময় করা যায়। চাই সে ব্যক্তি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাক অথবা মহা বিপদে। কেননা, এই সালামের মাধ্যমে একজন অপরজনের জন্য আল্লাহর কাছে অফুরন্ত শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে থাকে।

পক্ষান্তরে অন্য ধর্মের শুভেচ্ছা বাক্যগুলি এত সুন্দর অর্থ বহন করে না। যেমন হিন্দু ভাইদের নমস্কার এবং ইংরেজদের গুডমর্নিং, এগুলি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে পেশ করা যায় না। আলহামদুলিল্লাহ আমরা অযাচিতভাবে এমন একটি ধর্ম পেলাম, যার নামের মধ্যে তো শান্তি আছেই বটে, তবে তার আচার-ব্যবহারের মধ্যেও অফুরন্ত শান্তি নিহিত আছে। এটাই হল, ইসলাম।

সুধী বন্ধুগণ ! একজন মুসলমান ভাইকে দিনে যতবার দেখা হবে, ততবার সালাম করা সুন্নত। আর যখনই কোন মুসলমান ভাই আপনাকে সালাম করবে, তখনই তার জওয়াব দেওয়াটা ওয়াজিব। তবে প্রথমে সালামকারী জওয়াবদাতার চেয়ে বেশি নেকী পাবে। যদিও সে সুন্নত আদায় করেছে। সুবহানাল্লাহ ! ফুকাহায়ে কিরামগণ লিখেছেন, সালামের ক্ষেত্রে ওয়াজিবের চেয়ে সুন্নতের নেকী বেশি। অতএব, আমরা কোন মুসলমান ভাইকে দেখা মাত্রই প্রথমে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ। যাতে করে নেকী বেশি পাওয়া যায়।

আর যে ব্যক্তি যতবেশি সালাম করবে, সে ততবেশি রহমত ও বরকতের অধিকারী হবে। তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মতকে সবচেয়ে বেশি বেশি সালাম প্রচার প্রসার করতে বলেছেন।

ঘটনাঃ

এখানে আমরা একটি ঘটনা শুনি। মদীনাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রযি) নামে একজন বিখ্যাত সাহাবী

ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একজন ইয়াহূদী পণ্ডিত ছিলেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন, সেদিনেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন।

ঘটনাটি সুনানে ইবনে মাজার ৩২৫১ নম্বর হাদীসে বিশুদ্ধ সূত্রে এভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রযি) বলেছেনঃ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِيْنَةَ اِنْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ "যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মক্কা থেকে হিজরত করে) মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন লোকেরা দলে দলে ভিড় করে আসতে লাগল। ঘোষণা হতে লাগল, "আল্লাহর রসূল এসেছেন, আল্লাহর রসূল এসেছেন, আল্লাহর রসূল এসেছেন। এভাবে ৩ বার ঘোষণা হল। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রযি) বললেনঃ فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ আমিও লোকজনের সাথে তাঁকে দেখতে আসলাম। তিনি বললেনঃ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ

“আমি যখন তাঁর চেহারা মুবারকটি ভাল করে লক্ষ্য করলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে, এ চেহারা কখনও মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।

এখানে একটি কথা মনে রাখবেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রযি) যেহেতু ইয়াহূদী পণ্ডিত ছিলেন, তিনি ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মধ্যে শেষ নবীর আলামত বা নিদর্শনগুলি সব পড়ে রেখেছিলেন। তাই তিনি নবীজির চেহারা মুবারকটি দেখা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন যে, ইনিই সেই শেষ নবী, যার আলামত সম্পর্কে আমরা তাওরাতের মধ্যে পড়েছি। যাইহোক, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রযি) বললেনঃ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ “সর্বপ্রথম যে কথা আমি নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনলাম, সেটা হল ৪টি কথা।

(১) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلَامَ “হে মানবজাতি ! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন কর”, (২) وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ “মানুষকে আহার করাও”, (৩) وَصِلُوْا الْأَرْحَامَ “আত্মীয়দের

সঙ্গে সম্পর্ক বহাল রাখ”, (৪) وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ “এবং রাতে লোকজন যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামায পড়”। تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ তাহলে তোমরা সকলেই শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

সুনানে তিরমিযীর এ হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এতটুকুই আছে। তবে সহীহ বুখারীর ৩৩২৯ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, অতঃপর তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরস্পর ৩টি প্রশ্ন করেছিলেন। নবীজি যখন এক এক করে ৩টি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে দিলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম সেই মজলিসেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(২) আনন্দ ও দুঃখ প্রকাশের আচার-ব্যবহারঃ

সম্মানিত উপস্থিতি ! ইসলাম ধর্মে আনন্দ ও দুঃখ প্রকাশ করার জন্যও একটি রীতিনীতি আছে। যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সুসংবাদ শুনে আনন্দ প্রকাশ করতে চাইবে, তখন সে আল্লাহর প্রশংসা করে বলবে আল-

হামদুলিল্লাহ। এর অর্থ হল, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। আর যখন কোন ব্যক্তি দুঃখ-কষ্টের বিষয় শুনবে, তখন বলবে ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিঊন। এর অর্থ হল, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য সৃষ্টি হয়েছি এবং আল্লাহর কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তন করব। অতএব কোন দুঃখ, কষ্ট এবং মসীবতের সম্মুখীন হলে অধৈর্য হওয়া ঠিক নয়। বরং ধৈর্য ধারণ করে তাঁর নিকট তাওবা অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করা উচিৎ। এ শিক্ষা কুরআন করীমের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

আমরা এখানে কুরআনের দু'টি আয়াত লক্ষ্য করিঃ (১) সূরা ফাতিরের ৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতীদের জান্নাতে যাওয়ার পর আনন্দ প্রকাশের কথা তুলে ধরে বলেছেনঃ وَقَالُوْا الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ “আর তারা (জান্নাতের নিয়ামত দেখে) বলবেঃ আল-হামদুলিল্লাহ, তিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করেছেন” এ আয়াতের মধ্যে আনন্দ প্রকাশের জন্য আল-হামদুলিল্লাহ বলার দিকে ইশারা করা হয়েছে।

এবার দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করা সম্পর্কে একটি আয়াত লক্ষ্য করিঃ সূরা বাকারার ১৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য ধারণকারী ঈমানদারদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করে বলেছেনঃ اَلَّذِيْنَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "যখন তাদের কোন বিপদ আসে, তখন তারা বলেঃ নিশ্চয় আমরা সকলেই আল্লহর জন্য এবং আমরা সকলেই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।"

মনে রাখবেন, ইসলাম ধর্মে আনন্দ ও দুঃখ প্রকাশের এ রীতিনীতি এই জন্য রাখা হয়েছে যে, যাতে করে বান্দা যেন সুখে-দুঃখে সর্বদায় আল্লাহকে স্মরণ করে।

মুহতারম ভাই সকল ! এখানে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। সেটা হল, আমরা বিপদের সময় শুধু ইন্না লিল্লাহ পড়ে থাকি। অথচ নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামগণ বিপদের সময় প্রথমে আল-হামদুলিল্লাহ পড়তেন, তারপরে ইন্না-লিল্লাহ পড়তেন। সুনানে ইবনে মাজার ৩৮০৩ নম্বর হাদীসে বলা হয়েছেঃ وَاِذَا رَأٰى مَا يَكْرَهُ قَالَ الحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ "আর যখন তিনি

কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখতেন, তখন বলতেনঃ আল-হামদুলিল্লাহি আলা- কুল্লি হাল। অর্থাৎ সুখে-দুঃখে সর্বদায় আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করি। মোটকথা বিপদের সময় প্রথমে আল-হামদুলিল্লাহ পড়া, তারপর ইন্না-লিল্লাহ পড়া নবীজির সুন্নত।

একটি হাদীসের মধ্যে বিপদের সময় প্রথমে আল-হামদুলিল্লাহ, আর তারপর ইন্না-লিল্লাহ পড়ার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ওই বান্দার জন্য জান্নাতে বাইতুল হাম্‌দ নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সুনানে তিরমিযীর ১০২১ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ মূসা আশআরী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমরা আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ নিয়ে এসেছ ? ফেরেশতারা উত্তরে বলেনঃ হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আবার জিজ্ঞেস করেনঃ তোমরা আমার বান্দার কলিজার টুকরা নিয়ে এসেছ ? ফেরেশতারা বলেনঃ হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করেনঃ যখন আমার

বান্দার সন্তানের প্রাণ নিয়ে এসেছিলে, তখন সে কী বলেছে ? ফেরেশতারা বলেনঃ সে আল-হামদুলিল্লাহ পড়েছে এবং তারপর ইন্না-লিল্লাহ পড়েছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ আমার ওই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর। আর সেই প্রাসাদটির নাম রাখ ‘বাইতুল হামদ’ অর্থাৎ প্রশংসার প্রাসাদ।

সুবহানাল্লাহ ! যে বান্দা কঠিন মুসীবতের সময় প্রথমে আল-হামদুলিল্লাহ, আর তারপর ইন্না-লিল্লাহ পড়বে, সেই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি প্রশংসার প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

সুধী বন্ধুগণ ! আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আরও কিছু আচার-ব্যবহার আছে, যেগুলির উপরে আমল করা ঈমানদারের পরিচয় বলে গণ্য করা হয়। যেমন হাঁচি হলে আল-হামদুলিল্লাহ বলা। আর এর জওয়াবে অন্য ব্যক্তিরা বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ। অনুরূপভাবে, হাঁয় উঠলে ‘লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলা। ঠিক তেমনিভাবে

ভবিষ্যতে কোন কাজ করব বলে ওয়াদা করলে 'ইনশা আল্লাহ' বলা। কাউকে ভাল কাজ করতে দেখলে বলাঃ 'মাশা আল্লাহ'। কেউ কোন উপকার করলে বা সাহায্য করলে 'জাযাকাল্লাহ' বলা। কোন বিষয় দেখে বা শুনে আশ্চর্য হলে 'সুবহানাল্লাহ' বলা।

এ সবগুলির উপর যদি কোন ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে আমল করতে পারে, তাহলে সে ব্যক্তি একজন বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ ঈমানদার বলে গণ্য করা হবে। আমরা যদি আমাদের বাহ্যিকটাকে ইসলামী আচার-ব্যবহার দ্বারা সুসজ্জিত করে ফেলি, তাহলে হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাদের আভ্যান্তরিন অবস্থাটাকেও সুসজ্জিত করে দিবেন। সেজন্য আমরা এ সমস্ত বিষয়গুলির উপর আমল করার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল

নির্দেশনা

বয়ানের এ pdf কপিটি আপনাকে আমানত স্বরূপ দেওয়া হল। আশারাখি, আপনি এটি শেয়ার করে আমানতে খিয়ানত করবেন না। আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের www.jamianumania.com ওয়েব সাইটে সংযুক্ত হতে সহযোগিতা করুন। - কর্তৃপক্ষ